আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলায় মীর কামরুজ্জামান কারাগারে

মেহেরপুরে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মীর কামরুজ্জামানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো: তরিকুল ইসলাম।

রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে মীর কামরুজ্জামান সিনিৃয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

আদালতের স্বপ্রনদিত মামলার শুনানিতে হাজির না হওয়ার কারনে ১৩ জুলাই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলো আদলত। এর পর থেকেই মীর কামরুজ্জামান হাইকোর্টের জামিনে ছিলেন। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষ হলে ৩০ আগষ্ট তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন বৃদ্ধির আবেদন করেন। মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত তার জামিন বৃদ্ধি করেন এবং জামিনের মেয়াদ শেষ হলে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রদান করে।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

প্রতারক কামরুজ্জামানের থেকে

জমি ফেরত পেলেন দুই প্রতিবেশী, একজন অপেক্ষায়

সেই প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফেরৎ পেলেন দুই প্রতিবেশী। অধিক তদন্তের জন্য অপর একজনকে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট তার শুনানী হবে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় তিনি মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

তবে বানুয়ারা খাতুন ও আব্দুল মান্নানের জন্য আগামী ২১ আগস্ট পরবর্তী শূনানীর দিন ধার্য করেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫

সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর

মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)